

স্মারক নং: জবি/গসওপ্র/প্রতিবাদলিপি/২০০৮/০২/৪৬৪

তারিখ: ২৫/০৪/২০২১

সম্পাদক

দৈনিক কালেরকণ্ঠ

দৃষ্টি আকর্ষণ: বার্তা সম্পাদক

বিষয়: প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ।

প্রিয় মহোদয়,

গত ২০/০৪/২০২১ 'দৈনিক কালেরকণ্ঠ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'উপাচার্যের অফিস গাড়ি ট্রেজারারের দখলে!' শীর্ষক প্রতিবেদনটির ওপর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রতিবেদনটির প্রতিবাদলিপি প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা

গত ২০ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে 'দৈনিক কালেরকণ্ঠ' পত্রিকায় প্রকাশিত "উপাচার্যের অফিস গাড়ি ট্রেজারারের দখলে!" শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটির প্রতি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখিত বিষয়টি সম্পূর্ণ অবাস্তব।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান-এর মেয়াদ ১৯ মার্চ ২০২১ তারিখে শেষ হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৮ মার্চ, ২০২১ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ-কে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে নিয়োগপ্রাপ্তগণ প্রাপ্যতার বিধি অনুসারে সুযোগ-সুবিধা লাভ করে থাকেন এবং সেই অনুসারেই তাঁরা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন। অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ নিয়মানুসারে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে নিয়মের কোন ব্যত্যয় হয় নি।

প্রতিবেদন উল্লেখ্য, উপাচার্য (দায়িত্বপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ-এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এধরনের উদ্দেশ্য প্রণোদিত সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ করছে।

অতএব, এই প্রতিবাদলিপিটি আপনার পত্রিকায় হুবহু ছাপানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে



(মোঃ সাইফুল ইসলাম)

উপ-পরিচালক ও দপ্তর প্রধান

জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর

মোবাইল: ০১৭১১৯৭৯৯২৪



স্মারক নং: জবি/গসওপ্র/প্রতিবাদলিপি/২০০৮/০২/৪৬৫

তারিখ: ২৫/০৪/২০২১

সম্পাদক
দৈনিক ইত্তেফাক

দৃষ্টি আকর্ষণ: বার্তা সম্পাদক

বিষয়: প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ।

প্রিয় মহোদয়,

গতকাল ২৪/০৪/২০২১ 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় প্রকাশিত "অতিরিক্ত কাজ দেখিয়ে বছরে অর্ধকোটি টাকা লোপাট: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ ও হিসাব দপ্তর" শীর্ষক প্রতিবেদনটির ওপর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রতিবেদনটির প্রতিবাদলিপি প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা

গতকাল ২৪ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় প্রকাশিত "অতিরিক্ত কাজ দেখিয়ে বছরে অর্ধকোটি টাকা লোপাট: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ ও হিসাব দপ্তর" শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটির প্রতি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখিত বিষয়টি সম্পূর্ণ অবাস্তব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক বা কর্মকর্তাগণ যদি নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত কোনো কর্ম সম্পাদন করলে, সম্মানী প্রদান করার বিধান রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুসারে শিক্ষক বা কর্মকর্তাদেরকে প্রাপ্য সম্মানী প্রদান করা হয়ে থাকে। এখানে আর্থিক কোনো অনিয়ম হয়নি।

তাছাড়া প্রতিবছর সরকার ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-এর দুইটি অডিট টিমের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক হিসাব-নিকাশের পরীক্ষা ও নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে। সেখানে প্রতিবেদনে উল্লেখ্যে বিষয়ে কোনো আপত্তি জানানো হয়নি।

বিগত মার্চ-২০২০ হতে অদ্যাবধি পর্যন্ত মহামারী করোনার কারণে সরকারী নির্দেশনা অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরসমূহ বন্ধ থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কাজের স্বার্থে অর্থ ও হিসাব দপ্তরসহ ও অন্যান্য দপ্তরে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের স্বার্থে বিভিন্ন ছুটিতেও অর্থ ও হিসাব দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। যা প্রশংসার দাবীদার।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ধরনের উদ্দেশ্য প্রণোদিত সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

অতএব, এই প্রতিবাদলিপিটি আপনার পত্রিকায় ছবছ ছাপানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে

(মোঃ সাইফুল ইসলাম)

উপ-পরিচালক ও দপ্তর প্রধান

জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর

মোবাইল: ০১৭১১৯৭৯৯২৪